জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)
বিটিএমসি ভবন, (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স- ৫৫০১৩৭২৬-২৮
ওয়েব সাইট- www.nhrc.org.bd, ই-মেইলঃ info@nhrc.org.bd

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/অভি: তদ: ২৬৮/১৫-৭২৮০ তারিখ: ০৯/০১/২০১৯

বিষয়: **ফরিদপুরে সংখ্যালঘুসহ শতাধিক বাড়িতে হামলা সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় '**ফরিদপুরে সংখ্যালঘুসহ শতাধিক বাড়িতে হামলা**' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে নির্বাচনের দিন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত ফরিদপুর-৪ আসনে বিজয়ী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা ভাঙ্গা ও সদরপুর উপজেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক ঘরবাড়ীতে ভাংচুর ও লুটপাট চালায় মর্মে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরেজমিনে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য কমিশনের সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্টি একটি কমিটি গঠন করা হয়।

০২। কমিটি গত ০৩ জানুয়ারী ২০১৯ ঘটনাস্থল ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার খাটরা, ভদ্রকান্দা গ্রাম, কালামৃধা বাজার ও ভাষড়া গ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ীঘর, দোকানপাট, মন্দির ইত্যাদি পরিদর্শন করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ ও উপস্থিত স্থানীয় জনগনের সাথে কথা বলে। এ সময়ে ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মোহাম্মদ আসলাম মোল্লা, ভাঙ্গা উপজেলার ইউএনও জনাব মোকতাদিরুল আহমেদ এবং ফরিদপুর ভাঙ্গা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব গাজী রবিউল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময় পুলিশ সুপার জনাব মো: জাকির হোসেন খান কমিটির সাথে ঘটনাস্থলে সাক্ষাৎ করেন। কমিটি নিম্নোক্ত সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করে।

০৩। কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, হামলা ও উদ্ভুত পরিস্থিতির ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলে মতামত প্রদান করে যে, আধিপত্য, রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে জাহির করার জন্য কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সমর্থক এ ঘটনা ঘটিয়েছে। হামলার শিকার দুই প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত না হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। উক্ত ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনও আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনাগুলো অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত এবং এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষের হিংসা ও উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ।

০৪।কমিটি নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করে:

(ক) ঘটনায় সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
(খ) আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
(গ) ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর থাকতে হবে এবং উভয় পক্ষই যাতে সহনশীল আচরণ করে ও তাদের দ্বারা কেউ যাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
(ঘ) হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ- যারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তাদের মানসিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মনোবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

০৫। তথ্যানুসন্ধান কমিটির সুপারিশ মতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তাঁকে আদিষ্ট হয়ে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের অনুলিপি।

০৯/০১/১৯

(কাজী আরফান আশিক)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোনঃ ৫৫০১৩৭২২(দপ্তর)

জেলা প্রশাসক
ফরিদপুর

তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

গত ০১ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায়" **ফরিদপুরে সংখ্যালঘুসহ শতাধিক বাড়িতে হামলা'** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে নির্বাচনের দিন ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ মধ্যরাত থেকে পরদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত ফরিদপুর-৪ আসনে বিজয়ী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা ভাঙ্গা ও সদরপুর উপজেলার সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের শতাধিক ঘরবাড়ীতে ভাংচুর ও লুটপাট চালায় মর্মে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সরেজমিনে প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান করার জন্য কমিশনের সচিবের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্টি একটি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির সদস্যবৃন্দ:

(ক) হিরণ্ময় বাড়ৈ, সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন — আহবায়ক
(খ) এম. রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন — সদস্য
(গ) জেসমিন সুলতানা, সহকারী পরিচালক (অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সদস্য

কমিটি গত ০৩ জানুয়ারী ২০১৯ ঘটনাস্থল ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার খাটরা, ভদ্রকান্দা গ্রাম, কালামৃধা বাজার ও ভাষড়া গ্রামে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ীঘর, দোকানপাট, মন্দির ইত্যাদি পরিদর্শন করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ ও উপস্থিত স্থানীয় জনগনের সাথে কথা বলে। এ সময়ে ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রে জনাব মো: আসলাম মোল্লা, ভাঙ্গা উপজেলার ইউএনও জনাব মোকতাদির এবং ফরিদপুর ভাঙ্গা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জনাব গাজী রবিউল উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী সময় পুলিশ সুপার জনাব মো: জাকির হোসেন খান কমিটির সাথে ঘটনাস্থলে সাক্ষাৎ করেন। কমিটি নিম্নোক্ত সাক্ষীদের মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করে ।

সিংহ প্রতীকের বিজয়ী প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য:

ববিতা সরকার (স্বামী: নিখিল কুমার সরকার, গ্রাম:খাটরা, থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর):

খাটরা গ্রামের ভিকটিম ববিতা সরকারের লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। ববিতা সরকার তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে তার স্বামী নিখিল কুমার সরকার স্বতন্ত্র প্রার্থী সিংহ প্রতীকের কর্মী। গত ৩০/১২/২০১৮ ইং রোজ রবিবার, নির্বাচনের দিন তার স্বামী বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে অবস্থান করছিলো। আনুমানিক সকাল ১১টার দিকে নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা হাতে লাঠিসোটা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে তাদের বসত বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। ওই সময় আক্রমনকারীরা তার স্বামীর নাম ধরে গালাগাল দিতে থাকে এবং তাকে খুঁজতে থাকে। তার স্বামীকে না পেয়ে হামলাকারীরা রীতিমতো তান্ডব চালায়। ওই সময় ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র ভাংচুরের পাশাপাশি ঘরে থাকা তার ছেলের ল্যাপটপ, মোবাইলফোন আক্রমনকারীরা লুট করে নেয়। এক পর্যায়ে তার গলায় থাকা স্বর্ণালংকারও তারা ছিনিয়ে নেয়। তারা যাওয়ার সময় তার স্বামীকে দেখে নেওয়ার হুমকিও দেয়।

শাহিন শেখের স্ত্রী :

একই গ্রামের সিংহ প্রতীকের অপর কর্মী শাহিন শেখের বাড়িতে নৌকা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকরা হামলা চালায়। তারা শাহিন শেখের বসত বাড়িতে থাকা আসবাবপত্রসহ যাবতীয় জিনিসপত্র ভাংচুর করে। হামলার সময় বাড়িতে অবস্থান করা নারীরা আতংকিত হয়ে পরে এবং কেউ কেউ চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকে। জীবনের মায়ায় তারা দিক্ বিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। শাহিন শেখের স্ত্রী জানান যে ওই হামলার নেতৃত্ব দেন স্থানীয় ইউপি চেয়রম্যান।

আবদুর রব ফকির (বীর মুক্তিযোদ্ধা):

খাটরা গ্রামের আবদুর রব ফকির জানান যে নির্বাচনের দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তবে, নৌকা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা তাঁর কন্যার হাতধরে টানাটানি করে। একপর্যায়ে কন্যা চিৎকার করলে আশেপাশে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। হাতধরে টানাটানি করার ফলে তার হাত ভেঙ্গে যায়। হামলাকারীরা আবদুর রব ফকিরের গবাদি পশুকেও আঘাত করে।

সিদ্ধেশ্বর হাওলাদার (গ্রাম:খাটরা, থানা: ভাঙ্গা, জেলা: ফরিদপুর):

সিদ্ধেশ্বর হাওলাদার জানান যে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে তার বাড়িতে অস্ত্র আছে বলে হামলা চালানো হয়। পরবর্তীতে র‍্যাব, পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে।
এছাড়া সিংহ প্রতীকের কর্মী-সমর্থক পলাশ হাওলাদার, জিন্নাত তালুকদার দিলীপ মজুমদার, শিউলী গাইন ও নির্মল গাইনসহ বেশ কয়কজন তাদের বাড়ীতে হামলা হওয়ার বিবরণ প্রদান করেন। তাদের বাড়ীঘরে হামলা ও ভাংচুরের ঘটনার চিহ্ন এখনও দৃশ্যমান। ঐ হামলা মূলত ভয়ভীতি প্রদর্শন করার লক্ষ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে তারা উল্লেখ করেন।

নৌকা প্রতীকের পরাজিত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য:

মানিক সরকার (ইউপি সদস্য ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি):

মানিক সরকার, থানা: নাসিরাবাদ, গ্রাম: ভদ্রাকান্দা, জেলা: ফরিদপুর জানান যে তিনি নৌকা প্রতীকের নির্বাচনী মিছিল ও গনসংযোগের বেশিরভাগ সময় নেতৃত্বে থাকতেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাত আনুমানিক ৮ টার দিকে বিজয়ী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা তার বাড়িতে ভাংচুর চালায়। তারা দেশে তৈরি অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মানিক সরকারের বাসায় থাকা সকল আসবাবপত্র ব্যাপক ভাংচুর করে। হামলাকারীরা মানিক সরকারের নাম ধরে ডাকাডাকি করে আর খুঁজতে থাকে। প্রানভয়ে তিনি বাড়ির পেছনে আত্মগোপন করেন। এছাড়া বাসায় থাকা নৌকা প্রতিকৃতি ভাংচুর করে এবং বাড়ির দামি মালামাল লুট করে নিয়ে যায় মর্মে তিনি অভিযোগ করেন। ওই ঘটনায় ভীত সন্ত্রস্ত মানিক সরকার (১ জানুয়ারি,২০১৯) বাদী হয়ে আবদুর রশীদসহ ৫২ জনের নাম উল্লেখ করে ভাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পর থেকে মানিক সরকারের বাড়িতে পুলিশ প্রহরা রয়েছে।

এসকেন্দার আলী খলিফা :

এসকেন্দার আলী খলিফা, কালামৃধা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান। নির্বাচনের পরদিন সকালে বিজয়ী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা বিজয় মিছিল করার সময় তাঁর বাড়ির জানালা ভাঙ্গাচুর করে। হামলাকারীরা এসকেন্দার আলী খলিফার ব্যবহৃত গাড়ি, বাড়ির থাই গ্লাস, আসবাবপত্রসহ যাবতীয় অন্যান্য মালামাল ভাংচুর করে।

জাহাঙ্গীর খলিফা :

জাহাঙ্গীর খলিফা, গ্রাম: সাওতা, খানা: কালামৃধা, জেলা: ফরিদপুর জানান যে নৌকা প্রতীকের পক্ষে প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য তার বাড়িতে ভাংচুর চালায় সিংহ প্রতীকের কর্মী-সমর্থকরা।
এছাড়া নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়ার কারণে রাধেশ্যাম ঘোষের ছোট একটি হোটেলও ভাংচুর করে সিংহ প্রতীকের সমর্থকরা।

প্রশাসনিক পদক্ষেপ :

বিজয়ী ও বিজিত উভয় পক্ষের কর্মী-সমর্থকদের বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা-পাল্টা হামলা, ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটার পর রিটার্নিং কর্মকর্তা ও ফরিদপুর জেলা প্রশাসক উম্মে সালমা তানজিয়া, পুলিশ সুপার মো: জাকির হোসেন খান সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তারা ক্ষতিগ্রস্থদের স্বান্তনা দেওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের আইনি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ০৪টি মামলা রুজু করা হয় যার চারটি মামলার আসামি গ্রেফতার রয়েছে মর্মে পুলিশ প্রশাসন থেকে অবহিত করা হয় এবং ঘটনার সময় তাৎক্ষনিকভাবে মোবাইল কোর্টের মাধ্যেমে ৩ জনকে শাস্তি প্রদান করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর স্বাভাবিক টহলের পাশাপাশি এলাকায় অতিরিক্ত টহল জোরদার করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ:

ঘটনাস্থল পরিদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, হামলা ও উদ্ভুত পরিস্থিতির ভুক্তভোগীদের সাথে কথা বলে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, আধিপত্য বিস্তার, রাজনৈতিক প্রভাব, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের অস্তিত্বকে জাহির করার জন্য কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সমর্থক এ ঘটনা ঘটিয়েছে। হামলার শিকার দুই প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকর ও তাদের পরিবারের সদস্যরা শারীরিকভাবে আঘাত প্রাপ্ত না হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। উক্ত ঘটনায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনও আক্রান্ত হয়েছে। ঘটনাগুলো অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত এবং এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষের হিংসা ও উন্মত্ততার বহিঃপ্রকাশ।

সুপারিশ:

(১) ঘটনায় সাথে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
(২) আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে আর্থিক ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
(৩) ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সে বিষয়ে জেলা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তৎপর থাকতে হবে এবং উভয় পক্ষই যাতে সহনশীল আচরণ করে ও তাদের দ্বারা কেউ যাতে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সে বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।
(৪) হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ- যারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত তাদের মানসিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মনোবল বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

০৬/০১/২০১৯

(জেসমিন সুলতানা)
সহকারী পরিচালক
(অভিযোগ, পর্যবেক্ষণ ও সমঝোতা)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
সদস্য
তথ্যানুসন্ধান কমিটি

০৬/১/১৯

(এম. রবিউল ইসলাম)
উপ-পরিচালক
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
সদস্য
তথ্যানুসন্ধান কমিটি

০৬/০১/১৯

(হিরণ্ময় বাড়ৈ)
সচিব (সরকারের অতিরিক্ত সচিব)
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন।
আহবায়ক
তথ্যানুসন্ধান কমিটি